দৈনিক বাংলা

তারিখ ··· 13 AUG 1995
পৃষ্ঠা 12 কলাম 1

22

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী

কিশোরগঞ্জের চন্দ্রপুরগ্রামের শিশুদের মুখে এনেছে হাসি

এ-টি এম নিজাম ঃ কিশোরগঞ্জ।– এ কোন সমাবেশ না মিছিলের আয়োজন নয়। একদল অধিকার বঞ্চিত শিশুর বাঁধভাঙ্গা আনন্দ নিয়ে নতুন করে স্কুলে ভর্তির আয়োজন। ওই অসংখ্য চাঁদমুখ শিশুদের এই অভাবিত সুযোগটি এনে দেয় বর্তমান সরকারের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী।

কিশোরগঞ্জ ঃ ইটনা থানার চন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পড়ুয়া ১০৫ জন শিশু-কিশোর — দৈনিক বাংলা

কিশোরগঞ্জ জেলা সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার ভাটিতে অবস্থিত চন্দ্রপুর গ্রাম। ইটনা থানাধীন এই ক্ষয়িষ্ণু হাওর জনপদে স্বাধীনতা-উত্তরকালেই গড়ে ওঠে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ক্রমে এই বিদ্যালয়টি সরকারী বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়েও এই দারিদ্র্যপীড়িত জনপদটির অসংখ্য শিশু এই প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আসছিল না। যে বয়সে তাদের বই নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা ছিল। সেই বয়সে তারা দিনমজুর পিতার সঙ্গে অথবা কোন গৃহস্থের বাড়িতে গতর খেটে পরিবারের ঘানিটানার অংশ্ নিচ্ছিল। ফলে, তাদের মনে লেখাপড়ার স্বপ্ন থাকলেও তা বাস্তবের স্পর্শ পায়নি। অনেক শিশু কায়ক্লেশকে মেনে নিয়েই মা-বাবার আকাঙ্খা পূরণে ইতিপূর্বে স্কুলে ভর্তিও হয়েছে। অবশেষে চরম দারিদ্র্যতার সঙ্গে লড়াই করে হেরেও গেছে। বৎসরান্তে ঝড়ে গিয়ে (DROP OUT) আবার অমোঘ সত্যকে মেনে নিয়ে গতর খাটাতেই বাধ্য হচ্ছিল।

বর্তমান সরকারের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ফলে এইসব ঝড়েপড়া শিশুদের এক সময়ে দুঃস্বপ্ন আজ বাস্তবতার স্পর্শে পেয়েছে। দারিদ্র্যপীড়িত এই শিক্ষাবঞ্চিত শিশুরা আজ অন্যান্য শিশুদের মতই বই-খাতা হাতে নিয়ে স্কুলে যেতে শুরু করেছে। আলাদীনের এক আশ্চর্য প্রদীপের স্পর্শেই যেন এসব শিশুদের চোখের আলো খুলে গেছে। তাদের চোখে-মুখে এখন দিন বদলের স্বপ্ন।

চন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ তাহেরউদ্দীন জানান, এ বিদ্যালয়ে ১০৫ জন দরিদ্র শিশু ৩০ কেজি করে প্রতিমাসে গম পাচ্ছে। সরকারের এই শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ফলে একদিকে এইসব ভাগ্যাহত শিশুরা লেখাপড়ার সুযোগ পেল এবং অন্যদিকে মাসান্তে শিশুদের মাঝে ৩০ কেজি গম সরবরাহ অব্যাহত থাকায় পারিবারিক কায়ক্লেশও অনেকটা দূর হয়েছে। যে শিশুরা একদিন এই কচি হাতে তুলে নিত নৌকার হাল, কাঁচি অথবা গৃহস্বামীর গরুর দড়ি—সেইসব শিশুদের হাতে আজ শোভা পাচ্ছে বই ও খাতা। আত্মতৃপ্তির হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। আজ এইসব চাঁদমুখ শিশুদের মুখে।